মূল শব্দাবলীঃ
শিষ্টাচার / চরিত্র
নবীজী (সাঃ)এর দিকনির্দেশনা
দৃষ্টিভঙ্গী
পৃথিবী

Majlis Ugama Islam Singapura
Friday Sermon
21 August 2026 / 8 Rabiulawal 1448H

নবীজি (সঃ)-এর দিকনির্দেশনা: উত্তম ও অনুকরণীয় চরিত্রে জীবন গঠন

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا ٱللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٱللَّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللَّهِ، ٱتَّقُوا ٱللَّهَ. قَالَ تَعَالَى فِي ٱلتَّنْزِيلِ: يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

বরকতময় জুমার সমাবেশে উপস্থিত প্রিয় মুসল্লিবৃন্দ,

আসুন, আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সকল নির্দেশ পালন এবং তিনি যা কিছু নিষিদ্ধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তাঁর প্রতি আমাদের **তাকওয়া** আরও সুদৃঢ় করি। এই তাকওয়াই যেন আমাদের জন্য ঢালস্বরূপ হয় এবং এমন এক **মহৎ ও উত্তম চরিত্র গড়ে তোলার প্রেরণা** জোগায়, যা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হয়।

আমীন, ইয়া রাববাল 'আলামীন।

প্রিয় ভাইয়েরা,

রবিউল আউয়াল মাসের আগমন আবারও আমাদের হৃদয়কে আলোড়িত করে, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও তাঁর সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষাকে নবায়িত করে। নবীজি (সাঃ) এর জন্মকে স্মরণ করার এই সময়টি আমাদের জন্য *হাদইউন নববী*—অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের যে নববী দিকনির্দেশনা ও জীবনপদ্ধতি দেখিয়ে গেছেন—তা অনুসরণ করার অঙ্গীকার পুনর্নবায়নের এক উপযুক্ত সুযোগ।

সূরা আল-আহযাবের ২১ নম্বর আয়াতে এই বার্তাই আমাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)- এর জীবনাদর্শের প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দিতে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

অর্থঃ ***বস্তুত রাসূল (সাঃ)-এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।***

প্রিয় ভাইয়েরা,

আজকের আমাদের জীবনযাত্রা ক্রমেই আরও উন্নত ও দ্রুতগতির হয়ে উঠছে। কখনো কখনো এর ফলে এমন একটি ধারণা সৃষ্টি হয় যে, আমাদের যেন একটি বেছে নিতে হবে—ধর্মীয় শিক্ষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আমাদের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করা, অথবা, পার্থিব জীবনে উন্নতি ও সফলতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়া। কেউ কেউ এমনও মনে করতে পারেন যে, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও দিকনির্দেশনাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ না করেও প্রকৃত পার্থিব সফলতা অর্জন করা সম্ভব।

কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সাঃ) -এর জীবন আমাদের ভিন্ন এক শিক্ষা দেয়। নবী (সাঃ) আমাদের দেখিয়েছেন যে, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও পার্থিব জীবন পরস্পরের বিরোধী হওয়া অপরিহার্য নয়। বরং এগুলো একে অপরের পরিপূরক হতে পারে এবং পারস্পরিকভাবে একে অপরকে আরও শক্তিশালী করতে পারে।

হাদইউন নবই—অর্থাৎ নবীজি (সাঃ)এর অনুসৃত ও প্রদর্শিত জীবনপদ্ধতি—আমাদের এমন দৃঢ়তা, শক্তি ও আত্মবিশ্বাসে সজ্জিত করে, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের সময়ের নানা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারি, অথচ আমাদের ধর্মীয় নীতিমালা ও আদর্শের সঙ্গে কোনো আপস না করেই।

মক্কায় মুসলমানরা ছিলেন নির্যাতিত ও সংখ্যালঘু একটি সম্প্রদায়। তবুও তাঁরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লার একত্বে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ছিলেন দৃঢ় ও অবিচল। পরবর্তীতে মদিনায় হিজরতের পর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) একটি বৈচিত্র্যময় সমাজের মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায় গড়ে তোলেন ও তাদের পরিচর্যা করেন এবং সমাজের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন।

নবী (সাঃ) বিভিন্ন পটভূমি ও ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের মানুষের সঙ্গে কৌশলগত ও সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি সর্বদা তাঁর মহান ও উত্তম চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্ব ছিল বাস্তবমুখী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। তিনি ছিলেন সকলের জন্য উন্মুক্ত, বাস্তববাদী এবং সবার কল্যাণ বয়ে আনবে—

এমন কাজে উদ্যোগী ও অগ্রসর। আর তাঁর নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল তাঁর অনন্য ও মহান চরিত্র—এমন এক চরিত্র, যা তাঁর আশপাশের মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করেছিল।

সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ,

একটু চিন্তা করে দেখুন: আমরা এই *হাদইউন নবই*—নবীজির (সাঃ) এর আদর্শ জীবনপদ্ধতিকে—আমাদের নিজেদের জীবনে কিভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি?

এর উত্তর নিহিত রয়েছে সেই মহৎ ও উত্তম চরিত্রকে বোঝা এবং নিজেদের জীবনে ধারণ করার মধ্যে, যা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সর্বদা এবং জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতিতে প্রদর্শন করেছেন।

আমাদের দৈনন্দিন আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক—কর্মক্ষেত্রে, পরিবারে, সমাজে, এমনকি অনলাইনেও—নবীজী (সাঃ) -এর উত্তম চরিত্রের আলোকে পরিচালিত হওয়া উচিত। ন্যায়পরায়ণ হওয়া, অন্যের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা, কোনো কাজে বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জন না করা এবং আমরা কী বলছি সে বিষয়ে সতর্ক থাকা—এসবই নবী (সাঃ) চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আজকের জীবনের নানা চ্যালেঞ্জকে শান্তি, ভারসাম্য ও সফলতার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য এসব গুণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, **“তোমাদের মধ্যে যারা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে, তারা হলো তোমাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারীরা।”**

(আত-তিরমিযী)

তাই আসুন, আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করি: রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি আমাদের ভালোবাসার সত্যিকারের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আমাদের চরিত্রে তাঁর মহৎ গুণাবলী কতটা প্রতিফলিত হচ্ছে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য হেদায়াত ও

শক্তি দান করুন, সকল মানুষের কল্যাণে কাজ করার তাওফিক দান করুন এবং আখিরাতে তাঁর সঙ্গে জান্নাতে একত্রিত করুন। **আমীন, ইয়া রাববাল ‘আলামীন।**

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا اْلمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَمَ وَالْأَمْنَ وَالْأَمَانَ لِلْعَالَمِ أَجْمَع يَا لَطِيْف. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.